দর্শনা পরানপুর গ্রামে দুই দিনের ব্যবধানে ৫ বাড়িতে চুরি

দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামে দুই দিনের ব্যবধানে পাঁচটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চুরির ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

গতকাল শুক্রবার দিনগত রাতে পরানপুর গ্রামের তোয়াহিদ হোসেনের ছেলে সাজেদুল ইসলামের আমন্ত্রণ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পিছনের ঝাঁপ ভেঙে দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে। এ সময় একটি ৩২ ইঞ্চি টেলিভিশন, একটি রাউটার, রাউটারের তার, হোটেলের আটা, চাল, ডাল, ডিম, সবজিসহ প্রায় ৫৫-৬০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয় বলে জানান তিনি।

এর আগের রাতে পরানপুর স্কুলপাড়ার আজিম মণ্ডলের ছেলে ফারুক হোসেনের বাড়ি থেকে হাড়ি, বালতি, কড়াই, ঘড়া, মদনা, খুন্তি ও গামলাসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয় বলে জানা গেছে। একই পাড়ার আরও তিনটি বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন ও হাড়ি-পাতিল চুরির ঘটনাও ঘটেছে।

এতে পুরো এলাকায় চুরির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থানীয়রা নিরাপত্তাহীনতায় রাত কাটাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা শান্তিপাড়া ও পরানপুর এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের কারণে চুরির ঘটনা বাড়ছে। এলাকাবাসীর দাবি, গাঁজা, ইয়াবা ও মদ সেবনকারীরা বিভিন্ন স্থানে আসর বসিয়ে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

অভিযোগ রয়েছে, প্রতিদিন বেলেমাঠপাড়া, স্কুলের দক্ষিণ পাশের এলাকা, আখক্ষেত, পুকুরপাড়, ব্রিজের নিচসহ বিভিন্ন স্থানে নেশার আড্ডা বসে। এ কারণে এলাকায় চুরি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের মূল্য বৃদ্ধি

মেহেরপুরের বাজারগুলোয় আবারও কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে বেড়ে ২০০ থেকে ২২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ গত বছরের এই সময়ে কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল বলে চাষি ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, চাহিদার চেয়ে বাজারে কাঁচা মরিচের সরবরাহ কম। কৃষকদের কাছ থেকেই বেশি দামে কাঁচা মরিচ কিনতে হচ্ছে। এতে প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও।

আর মরিচ চাষিরা বলছেন, এবার বৃষ্টিতে গাছের পাতা কুঁকড়ে যাওয়ায় কাঁচা মরিচের ফলন আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। বেশি দামে কাঁচা মরিচ বিক্রি করলেও ফলন কম হওয়ায় লোকসানে পড়েছেন তাঁরা।

আজ শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলা কাঁচামাল আড়তের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম। এ কারণে খুচরা বাজারেও কাঁচা মরিচ কম। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ১৯০ থেকে ২২৫ টাকায় বিক্রি করা হয়। আর খুচরা বাজারে তা ২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মৌসুমে মরিচের এমন দামে অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। এক সপ্তাহ আগেও প্রতি কেজি মরিচ ৩০ থেকে ৪০ টাকায় কিনেছেন তাঁরা।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী শাহাবুল ইসলাম আজ সকালে কাচা মরিচ ১৯০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত বছর এই সময়ে মরিচ প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় কিনছি।

তিনি আরও বলেন, আড়তেই মরিচের সরবরাহ কমেছে। এ কারণে খুচরা বাজারেও কাঁচা মরিচ কম। তিনি বলেন, ‘পাইকারি বাজার থেকেই ১৯০ থেকে ২৪৫ টাকায় মরিচ কিনছি। গাড়িভাড়া দিতে হয়; এর পাশাপাশি কিছু মরিচ নষ্টও হয়। আমরা এই মরিচ বরিশাল মোকামে পাঠিয়ে থাকি। আগামীকাল লাভের কথা বলা যাবে।

গাংনী কাঁচাবাজারের আড়ৎ মালিক হাফিজুর রহমান ভিজা বলেন, এখন কাঁচা মরিচের সরবরাহ কম, তাই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠের অধিকাংশ

মরিচ ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। এখন যে দু এক জায়গায় মরিচ ক্ষেত অবশিষ্ট আছে সেগুলোর দাম বেশী।

দেশের মরিচ উৎপাদনের জেলাগুলোর মধ্যে মেহেরপুর জেলা অন্যতম। জেলার তিনটি উপজেলার সবখানেই ব্যাপকভাবে মরিচের আবাদ হয়। তবে এবার গেলো কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মরিচের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে দাম বেশি হলেও ফলন কম হওয়ায় চাষিরা লাভবান হতে পারছেন না।

গাংনী উপজেলার সবজি গ্রাম সাহারবাটির ময়নাল হোসেন বলেন,গ্রামের চাষি ইব্রাহিম মিয়া বলেন, এ বছর তিনি তিন বিঘা জমিতে মরিচের চাষ করেছেন। অতিরিক্ত খরায় এবং সবশেষ টানা বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক মরিচ গাছের পাতা কুঁকড়ে গেছে। এতে গাছের ফুল ঝরে যাচ্ছে। ফলে মরিচও কম ধরছে। এবার দাম কিছু বেশি হলে ফলন কম হওয়ায় লাভ খুব একটা হচ্ছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সামসুল আলম বলেন, অতিরিক্ত খরা ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের কারণে মরিচগাছের পাতা কুঁকড়ে যেতে পারে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়ানাশক ওষুধ ছিটানোর মাধ্যমে মরিচগাছের এ রোগ দূর করা সম্ভব।

মুজিবনগরে দুই দিনের ব্যবধানে আরও ৩০ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ (ভিডিও)

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে দুই দিনের ব্যবধানে আরও ৩০ জন বাংলাদেশি নারী ও শিশুকে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেওয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকায় অবস্থান করলে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

পুশব্যাক হওয়া ব্যক্তিরা হলেন:
কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার টগরপাড়া গ্রামের আজারুলের ছেলে মোহাম্মদ বজলুর (৪০), তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম (৪৪), মেয়ে মর্জিনা খাতুন (৯), মোছা মিম (৪), ছেলে মোহাম্মদ রাসেল (২১); একই জেলার ফুলবাড়ী থানার নগরাজপুর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে আলিমুদ্দিন (৫০), আলিমুদ্দিনের ছেলে আতিকুর (৩০), আব্দুল আলীর মেয়ে আমিনা খাতুন, মমতাজের মেয়ে মনিরা খাতুন (৪০), হুজুর আলীর মেয়ে হালিমা (১৮), আতিকুরের মেয়ে হামিমা (৩);
নাগেশ্বরী থানার বালাসিপাড়া গ্রামের আব্দুল গণির ছেলে ইচা আলী, তার স্ত্রী আকলিমা খাতুন, ছেলে ইসমাইল (৮), ইব্রাহিম (১৫), মেয়ে ইসমি (৩), শহিদুল ইসলামের মেয়ে সুমনা খাতুন (১৭); ফুলবাড়ী থানার নগরাজপুর গ্রামের হারুনের স্ত্রী ববিতা খাতুন (১৫), ছেলে ওবায়দুর (৭ মাস); ধর্মপুর গ্রামের কিতাব আলীর মেয়ে কল্পনা বেগম (২৭), অজয়টারি গ্রামের আমিনুরের মেয়ে ইয়াসমিন (২০), আতিকুলের ছেলে ইয়ানুর (২), ইয়াসিন (৫), মেয়ে ফাতেমা (১);
ফুলবাড়ী উপজেলার ভোগারকুটি গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে মনির হোসেন, মেয়ে আদরি (২), ছেলে মনির হোসেন (৭); ফুলবাড়ী উপজেলার কাশিয়াবাড়ী গ্রামের কিতাব আলীর ছেলে শাহানুর (২৯), নুর ইসলাম (৯); বালাসিপাড়া ডাঙ্গা গ্রামের ইসহাক আলীর ছেলে আরিফ (১৯)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাস করে আসছিলেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ এলাকায় অবস্থান করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কমান্ডার নাজমুল আহসান জানান, বিএসএফ যে ব্যক্তিদের ঠেলে দিয়েছে, তারা সবাই কুড়িগ্রাম জেলার বাসিন্দা। তাদের অধিকাংশই অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে

বসবাস করছিলেন।

বিএসএফ তাদের আটক করে মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা তাদের পুলিশে সোপর্দ করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার ভোরে একই সীমান্ত এলাকা দিয়ে আরও ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে পুশব্যাক করেছিল বিএসএফ।